রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২২, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ কার্তিক, ১৪২৫ মোতাবেক ২২ অক্টোবর, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ০৭ কার্তিক, ১৪২৫ মোতাবেক ২২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৫২/২০১৮

মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে বিধান প্রণয়নের জন্য আনীত বিল

যেহেতু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ রহিতক্রমে, মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন যুগোপযোগী করাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধান সম্বলিত একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ৪০.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **'অধিদপ্তর'** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর;

(২) **'অ্যাগনিস্ট (Agonist)'** অর্থ এইরূপ কোন বস্তু যাহা তপশিলে উল্লিখিত কোনো মাদকদ্রব্যের রাসায়নিক গঠনের অনুরূপ গঠনবিশিষ্ট বস্তু না হওয়া সত্ত্বেও আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে উক্ত বস্তুর মতো একইভাবে কার্যকর;

(৩) **'অ্যানালগ (Analogue)'** অর্থ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এইরূপ বস্তু, যাহার রাসায়নিক সংগঠন তপশিলের অন্তর্গত কোনো মাদকের রাসায়নিক সংগঠনের অনুরূপ এবং যাহার আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক কার্যক্রম একই রকম;

(৪) **'অ্যালকালয়েড (Alkaloid)'** অর্থ তপশিলের উল্লিখিত কোনো বস্তু বা মাদকদ্রব্য হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো বস্তু যাহার আসক্তি সৃষ্টি কারী মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া মূল মাদকদ্রব্য বা মাদকজাতীয় বস্তুটির অনুরূপ;

(৫) **'অ্যালকোহল (Alcohol)'** অর্থ হাইড্রোকার্বনজাত (OH^-) হাইড্রোক্সিল মূলকসম্বলিত কোনো জৈব যৌগ অথবা তপশিলের 'খ' শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৩ এবং 'গ' শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লিখিত কোনো তরল পদার্থ;

(৬) **'আইসোমার (Isomer)'** অর্থ দুই বা ততোধিক সমগোত্রীয় পদার্থের যেকোনো একটি, যাহা একই উপাদান দ্বারা একই আনুপাতিক হারে গঠিত, কিন্তু উহাতে পারমাণবিক বিন্যাসের তারতম্যের কারণে কতিপয় গুণগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রহিয়াছে;

(৭) **'উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ'** অর্থ কোনো মাদকদ্রব্যকে কোনো বস্তু হইতে সংগ্রহ, পরিশোধন, রাসায়নিক বিন্যাস ও বিশ্লেষণ, তৈরি, উহার সহিত কোনো কিছু দ্রবীভূত অথবা মিশ্রিত করা, উহাকে অন্য কোনো মাদকদ্রব্য, কিংবা উহার উপজাত দ্রব্য অথবা যৌগ কিংবা উহা হইতে উদ্ভূত অথবা প্রস্তুতকৃত কোনো পদার্থ (যাহাতে উক্ত পদার্থ উহার রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান) কিংবা উহার কোনো অ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, অ্যানালগ কিংবা অ্যাগনিস্ট যে বাণিজ্যিক নামে অথবা আকারেই থাকুক না কেন ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করা কিংবা উহা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও মাত্রায় বিভাজন ও বিন্যস্ত করা;

(৮) **'ওয়াশ (Wash)'** অর্থ শর্করা কিংবা শ্বেতসার অথবা সেলুলোজসম্বলিত যেকোনো বস্তুকে পানি ও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে গাঁজানোর মাধ্যমে উৎপন্ন অ্যালকোহল মিশ্রিত কোন দ্রবণ;

(৯) **'ক'শ্রেণির মাদকদ্রব্য, 'খ' শ্রেণির মাদকদ্রব্য ও 'গ'শ্রেণির মাদকদ্রব্য** অর্থ তপশিলে উল্লিখিত যথাক্রমে 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণির মাদকদ্রব্য;

(১০) **'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'** অর্থ ধারা ২৩ এ উল্লিখিত কোনো কর্মকর্তা;

(১১) **'চাষাবাদ'** অর্থ কোনো মাদকদ্রব্যের উৎস হইতে পারে এইরূপ কোনো উদ্ভিদের বীজ বপন, চারা রোপণ, কলমকরণ, চারা উৎপাদন এবং তাহা হইতে মাদকদ্রব্যের কাঁচামাল, উপাদান, উপকরণ সংগ্রহ করা;

(১২) **'চিকিৎসক'** অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৬) এবং (১৮) এ সংজ্ঞায়িত যথাক্রমে স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসক ও স্বীকৃত মেডিক্যাল চিকিৎসক; এবং Bangladesh Homeopathe Practitioners Ordinance, ১৯৮৩ (Ordinance XLI of 1983) অনুসারে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি এবং Bangladesh Veterinary Practitioner Ordinance, 1982 (XXX of 1982) এর section 2(g) তে সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner;

(১৩) **'তপশিল'** অর্থ এই আইনের সহিত সংযুক্ত কোনো তপশিল;

(১৪) **'দখল অথবা ধারণ'** অর্থ কোনো পদার্থ অথবা উপকরণ অথবা বস্তু সজ্ঞানে কোনো ব্যক্তির অঙ্গপ্রতঙ্গে, পোশাকে অথবা মালিকানায় অথবা স্বত্বাধিকারে, নিয়ন্ত্রণে অথবা কর্তৃত্বে থাকা অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনোকিছু সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, দখল অথবা ধারণ করা;

(১৫) **'নিয়ন্ত্রিত বিলি (Control Delivery)'** অর্থ কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিশেষ তদন্ত কৌশল, যাহাতে কোনো মাদকদ্রব্য, উহার উৎসবস্তু, উপাদান অথবা মিশ্রণের বেআইনি অথবা সন্দেহজনক চালানকে তদন্তের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো আইন প্রায়োগকারী সংস্থার (সরকারের) জ্ঞাতসারে ও তত্ত্বাবধানে শেষ গন্তব্য পর্যন্ত পরিবহন ও বিতরণ অথবা হস্তান্তর করিতে দেওয়া যাহার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত উক্ত মাদকদ্রব্যের উৎস হইতে গন্তব্য পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সহিত জড়িত সকল অপরাধীকে গ্রেফতার করা যায়;

(১৬) **'পারমিট'** অর্থ এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত কোন পারমিট;

(১৭) **'পাস'** অর্থ এই আইনের ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত কোন পাস;

(১৮) **'পুনর্বাসন'** অর্থ এমন কোন কার্যক্রম অথবা কর্মসূচি যাহার মাধ্যমে কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা;

(১৯) **'প্রিকারসর কেমিক্যালস (Precursor Chemicals)'** অর্থ তপশিলের 'ক' শ্রেণির মাদকদ্রব্য অংশের ৮ নং ক্রমিকে উল্লিখিত এবং সময়ে সময়ে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোনো প্রিকারসর কেমিক্যালস যাহা মাদকদ্রব্য উৎপাদনের উপাদান অথবা উপকরণ হিসাবে অপব্যবহৃত হইতে পারে;

(২০) **'ফৌজদারী কার্যবিধি'** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(২১) **'বাহন'** অর্থ বিমান, মোটরযান, জলযান এবং রেলগাড়িসহ যে-কোনো প্রকারের বাহন;

(২২) **'বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু'** অর্থ ধারা ২৬ এ উল্লিখিত কোন দ্রব্য বা বস্তু বা মাদকদ্রব্য;

(২৩) **'বিধি'** অর্থ ধারা ৬৮ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(২৪) **'বিয়ার'** অর্থ মল্ট ও হপস্ সহযোগে ব্রিউইং (Brewing) পদ্ধতিতে ব্রিউয়ারিতে প্রস্তুতকৃত অন্যূন ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ) অ্যালকোহলযুক্ত কোনো পানীয়;

(২৫) **'ব্রিউয়ারি'** অর্থ বিয়ার অথবা বিয়ারের গুণাগুণসম্পন্ন যে-কোনো তরল পদার্থ প্রস্তুতের স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, কারখানা অথবা কেন্দ্র;

(২৬) **'ব্যক্তি'** অর্থ যে-কোনো কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ অথবা অনুরূপ সংঘ, সমিতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৭) **'ব্যবস্থাপত্র'** অর্থ রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো চিকিৎসকের প্রদেয় লিখিত ঔষধের ফর্দ, কিংবা ব্যবহার বিধি, অথবা নির্দেশনাপত্র;

(২৮) **'মহাপরিচালক'** অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(২৯) **'মাদকদ্রব্য'** অর্থ—

(ক) প্রথম তপশিলে উল্লিখিত কোনো দ্রব্য; বা

(খ) মাদকদ্রব্যের সহিত অন্য যে-কোনো দ্রব্য একীভূত, মিশ্রিত, কিংবা দ্রবীভূত থাকিলে উহাদের সমুদয় কোন দ্রব্য;

(৩০) **'মাদকদ্রব্য অপরাধ'** অর্থ এই আইনের অধীন দন্ডনীয় কোনো অপরাধ;

(৩১) **'মাদকাসক্ত'** অর্থ শারীরিক অথবা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি অথবা অভ্যাসবশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী অথবা সেবনকারী কোন ব্যক্তি;

(৩২) **'মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র'** অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি খাতে স্থাপিত বা ঘোষিত অথবা বেসরকারি খাতে অনুমোদিত কোন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র;

(৩৩) **'ম্যাজিস্ট্রেট আদালত'** অর্থ এমন কোন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যাহা অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা প্রস্তুত করিয়া বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত;

(৩৪) **'লাইসেন্স'** অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(৩৫) **'সম্পদ'** অর্থ বিনিময় মূল্য রহিয়াছে এমন যে-কোনো স্থাবর-অস্থাবর বস্তু, গ্রন্থস্বত্ব (Copyright), সুনাম (Goodwill), কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, স্বত্ব, অংশীদারিত্ব বা অনুরূপ কোন বিষয়; এবং

(৩৬) **'ট্রাইব্যুনাল'** অর্থ ধারা ৪৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা নির্ধারিত মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, যাহার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রেরিত মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহের বিচার করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে।

৩। আইনের প্রাধান্য।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৪। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

৫। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়।—(১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, ঢাকার বাহিরে যে কোন স্থানে অধিদপ্তরের অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। অধিদপ্তরের কার্যাবলি।—অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) মাদকদ্রব্য-সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন ধরনের গবেষণা বা জরিপ পরিচালনা;

(গ) মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(জ) সরকার কর্তৃক উহার উপর অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন।

৭। মহাপরিচালক।—(১) অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক থাকিবে এবং তিনি অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং তাহার চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

৮। কর্মচারী নিয়োগ।—সরকার অধিদপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে তৎকর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিসহ চাকরির অন্যান্য শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ

(লাইসেন্স, পারমিট বা পাস)

৯। অ্যালকোহল ব্যতীত অন্যান্য মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।—(১) অ্যালকোহল ব্যতীত অন্যান্য মাদকদ্রব্য অথবা মাদকদ্রব্যের উৎপাদন অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো দ্রব্য অথবা উদ্ভিদের,—

(ক) চাষাবাদ, উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন বা স্থানান্তর; এবং আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না;

(খ) সরবরাহ, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, লেনদেন, নিলামকরণ, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ ও প্রদর্শন করা যাইবে না;

(গ) সেবন, প্রয়োগ অথবা ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোনো উদ্দেশ্যে কোনো প্রচেষ্টা অথবা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন অথবা পরিচালনা কিংবা উহার পৃষ্ঠপোষকতা, কিংবা মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো মাদকদ্রব্যের উপাদান অথবা উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা হইতে পারে এইরূপ কোনো প্রিকারসর কেমিক্যালসের—

(ক) উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ; বহন, পরিবহন বা স্থানান্তর; এবং আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না;

(খ) সরবরাহ, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, লেনদেন, নিলাম করা, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ ও প্রদর্শন করা যাইবে না;

(গ) সেবন, প্রয়োগ অথবা ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোনো উদ্দেশ্যে কোনো প্রচেষ্টা অথবা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন অথবা পরিচালনা, কিংবা উহার পৃষ্ঠপোষকতা, কিংবা মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মাদকদ্রব্য, দ্রব্য অথবা উদ্ভিদ অথবা প্রিকারসর কেমিক্যালস কোনো আইনের অধীন অনুমোদিত কোনো ঔষধ প্রস্তুতে, শিল্পে ব্যবহার, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কিংবা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বৈধ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন হইলে উহা এই আইনের অধীন প্রদত্ত—

(ক) লাইসেন্সবলে চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন অথবা ব্যবহার করা যাইবে;

(খ) পারমিটবলে সেবন, প্রয়োগ অথবা ব্যবহার করা যাইবে; এবং

(গ) পাসবলে বহন অথবা পরিবহন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের কোনো বিধান প্রতিপালনের নিমিত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আইন প্রায়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্য দায়িত্ব পালনকালে যুক্তিসংগতভাবে যথাযথ এবং বৈধ কাগজপত্র অথবা দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে তপশিলে উল্লিখিত কোনো বস্তু বহন, পরিবহন, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, নিলামকরণ, নিয়ন্ত্রিত বিলিবন্দেজ, ইত্যাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) উপ-ধারা ৩ এর অধীন উৎপাদিত, প্রক্রিয়াজাত এবং আমদানিকৃত মাদকদ্রব্যের মোড়ক ও লেবেলের উপর উহার অপব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সর্তকবাণি স্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রণ অথবা ছাপাংঙ্কন করিতে হইবে।

(৫) যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত কোনো জলযান, আকাশযান অথবা স্থলযানে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসাবাক্সে, যদি থাকে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণ ঔষধ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ, বহন, পরিবহন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১০। অ্যালকোহল উৎপাদন, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধি-নিষেধ।—(১) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স, পারমিট বা পাস ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কোন কার্য করিতে পারিবে না, যথা:-

(ক) কোনো ডিস্টিলারি অথবা ব্রিউয়ারি স্থাপন;

(খ) কোনো অ্যালকোহল উৎপাদন অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ;

(গ) কোনো অ্যালকোহল বহন, পরিবহন, আমদানি অথবা রপ্তানি;

(ঘ) কোনো অ্যালকোহল সরবরাহ, বিপণণ, ক্রয় অথবা বিক্রয়;

(ঙ) কোনো অ্যালকোহল ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ অথবা প্রদর্শন;

(চ) কোনো অ্যালকোহল সেবন, প্রয়োগ ও ব্যবহার;

(ছ) কোনো অ্যালকোহল জাতীয় ঔষধ প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে ব্যবহার; এবং

(জ) দফা (ক) হইতে (ছ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোনো উদ্দেশ্যে কোনো প্রচেষ্টা অথবা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা, উহার পৃষ্ঠপোষকতা, কিংবা মিথ্যা ঘোষণা (Misdeclaration) প্রদান।

ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'ডিস্টিলারি (Distillery)' বলিতে অ্যালকোহল উৎপাদনের যে কোনো স্থাপনা অথবা কারখানাকে বুঝাইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের কোনো বিধান প্রতিপালনের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আইন প্রায়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্যের নিকট সরকারি দায়িত্ব পালনকালে যুক্তিসংগতভাবে যথাযথ এবং বৈধ কাগজপত্র অথবা দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে অ্যালকোহল বহন, পরিবহন, ধারণ, অধিকার অথবা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, নিলামকরণ, ইত্যাদি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১১। অ্যালকোহল পান, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধি-নিষেধ।—(১) পারমিট ব্যতীত কোনো ব্যক্তি অ্যালকোহল পান করিতে পারিবেন না এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে সিভিল সার্জন অথবা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অন্যূন কোন সহযোগী অধ্যাপকের লিখিত ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত কোনো মুসলমানকে অ্যালকোহল পান করিবার জন্য পারমিট প্রদান করা যাইবে না।

(২) মুচি, মেথর, ডোম, চা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কর্তৃক তাড়ি ও পচুঁই পান করিবার ক্ষেত্রে এবং রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহ এবং অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কর্তৃক ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত অথবা প্রস্তুতকৃত মদ পান করিবার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার-এ বসিয়া বিদেশি ও পারমিটধারী দেশীয় নাগরিকগণ অ্যালকোহল পান করিতে পারিবেন; এবং

(খ) কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী বিদেশি নাগরিকরা শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পাস বইধারী অথবা প্রচলিত ব্যাগেজ রুলসের দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অ্যালকোহল আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়, বহন, সংরক্ষণ অথবা পানের ব্যাপারে কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) অ্যালকোহল সংক্রান্ত সকল শুল্কমুক্ত কার্যক্রম (Duty Free Operations) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সবলে সম্পাদিত হইবে।

১২। মাদকদ্রব্যের ব্যবস্থাপত্র প্রদান সম্পর্কে বিধি-নিষেধ।—(১) চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে একবারের অধিক মাদকদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে না।

১৩। লাইসেন্স, ইত্যাদি।—(১) লাইসেন্স, পারমিট ও পাস বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরমে, শর্তে এবং ফিস প্রদান সাপেক্ষে মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা যাইবে।

(২) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের মেয়াদ উহাতে উল্লিখিত শর্তে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অথবা উহার প্রদানের তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে, কোনো লাইসেন্স অথবা পারমিট একাদিক্রমে ৩ (তিন) বৎসর নবায়ন না করা হইলে উহা পুনরায় নবায়নের যোগ্য হইবে না।

১৪। লাইসেন্স, ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স অথবা পারমিট প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে, অথবা ৫০০ (পাঁচশত) টাকার অধিক অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং দণ্ডের টাকা আদায় করিবার পর ৫ (পাঁচ) বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(খ) তিনি কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন; এবং

(গ) তিনি লাইসেন্স অথবা পারমিটের কোনো শর্ত ভঙ্গ করেন এবং সেইজন্য তাহার উক্ত লাইসেন্স অথবা পারমিট বাতিল হইয়া যায়।

১৫। লাইসেন্স, ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।—(১) কোনো ব্যক্তি কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্ত ভঙ্গ করিলে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস প্রদানকারী কর্তকর্তা-

(ক) প্রথমবার শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ভবিষ্যতে এইরূপ শর্ত লঙ্ঘন না করিবার জন্য হলফনামার মাধ্যমে অঙ্গীকার অথবা মুচলেকা গ্রহণ করিয়া অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক উক্ত অভিযোগের আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে;

(খ) দ্বিতীয়বার শর্তভঙ্গের ক্ষেত্রে, লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিল করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্ত ভঙ্গজনিত অভিযোগের জন্য যদি কোনো ব্যক্তির দখল হইতে কোনো বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তির উক্ত অভিযোগটি যদি উপ-ধারা (১)(ক) এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তি যদি উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা বস্তু সংরক্ষণের জন্য আইনগতভাবে বৈধ অধিকারপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আটককারী কর্মকর্তা তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা বস্তু বাজেয়াপ্ত না করিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার প্রচলিত বাজারমূল্য নির্ধারণ করিয়া সমপরিমাণ অর্থ আদায়পূর্বক উহা উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

১৬। লাইসেন্স, ইত্যাদি বাতিল।—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের কোনো শর্ত ভঙ্গ করেন অথবা যদি কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসধারী ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন, তাহা হইলে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস প্রদানকারী কর্মকর্তা তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে—

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধস্তন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপিল করিতে পারিবে; এবং

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের রায় চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১৭। লাইসেন্স, ইত্যাদি সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ।—(১) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস প্রদানকারী কোনো কর্তকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে না, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইনের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিবসের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে—

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধস্তন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপিল করিতে পারিবে; এবং

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের রায় চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১৮। কতিপয় লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৯ ব্যতীত অন্য কোনো ধারায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র অথবা যানবাহন চালকের লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং তাহার উক্তরূপ কোনো লাইসেন্স থাকিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যক্তির লাইসেন্স বাতিল হইলে তিনি অথবা ক্ষেত্রমতে, তত্ত্বাবধায়ক অথবা অভিভাবক লাইসেন্স বাতিল হইবার দিবস হইতে ১৫ (পনেরো) দিবসের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্মকর্তা অথবা নিকটস্থ থানায় জমা প্রদান করিবেন এবং যদি লাইসেন্সটি আগ্নেয়াস্ত্র-এর জন্য হয়, তাহা হইলে আগ্নেয়াস্ত্রটি তৎসহ জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৯। মাদকদ্রব্যের দোকান অথবা পানশালা (Bar) সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করিবার ক্ষমতা।—(১) মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতীত লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো মদের দোকান অথবা পানশালা বন্ধ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে তাঁহার অধীন কোনো এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কোনো মাদকদ্রব্যের দোকান বা পানশালা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিবসের জন্য উক্ত দোকান বা পানশালা বন্ধ করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ জরুরি অবস্থায় মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদনক্রমে এই মেয়াদ আরও ৩০ (ত্রিশ) দিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন জারিকৃত কোনো আদেশের অনুলিপি অবিলম্বে মহাপরিচালকের নিকট তাঁহার অবগতির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মাদকদ্রব্য প্রতিরোধের ক্ষমতাসমূহ

(তল্লাশি, গ্রেফতার, আটক, ক্রোক, বাজেয়াপ্তি, তদন্ত, ব্যাংক হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্ক্রিয়করণ)

২০। প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা।—মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বিধির বিধান সাপেক্ষে—

(ক) কোনো মাদকদ্রব্য লাইসেন্সবলে প্রস্তুত অথবা গুদামজাত করা হইয়াছে অথবা হইতেছে এইরূপ যে-কোনো স্থানে যে-কোনো সময় প্রবেশ করিতে এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্সবলে প্রস্তুত অথবা সংগৃহীত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যে দোকানে রাখা হইয়াছে সেই দোকানে, দোকান খোলা রাখিবার সাধারণ সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত স্থান অথবা দোকানে,—

(অ) রক্ষিত হিসাববহি অথবা নিবন্ধনবহি পরীক্ষা করিতে পারিবে;

(আ) প্রাপ্ত মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র পরীক্ষা, ওজন ও পরিমাপ করিতে পারিবে;

(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) এ উল্লিখিত কোনো কিছু বেআইনি অথবা ত্রুটিপূর্ণ প্রাপ্ত হইলে অথবা বিবেচিত হইলে উহা আটক করিতে পারিবে।

২১। প্রকাশ্য স্থান, ইত্যাদিতে আটক অথবা গ্রেফতারের ক্ষমতা।—যদি কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যেকোনো প্রকাশ্য স্থানে অথবা কোনো চলাচলকারী যানবাহনে,—

(ক) এই আইনের পরিপন্থি কোনো মাদকদ্রব্য অথবা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু অথবা কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রমাণের সহায়ক কোনো দলিলদস্তাবেজ রক্ষিত রহিয়াছে, তাহা হইলে, তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত মাদকদ্রব্য, বস্তু অথবা দলিলদস্তাবেজ তল্লাশি করিয়া আটক করিতে পারিবে; এবং

(খ) মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনকারী অথবা সংঘটনে উদ্যত কোনো ব্যক্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে আটকপূর্বক তল্লাশি করিয়া দস্তাবেজ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিবে।

২২। তল্লাশি, ইত্যাদির পদ্ধতি।—এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জারিকৃত সকল পরোয়ানা, তল্লাশি, গ্রেফতার, ক্রোক, বাজেয়াপ্তি ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

২৩। পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, ইত্যাদির ক্ষমতা।—(১) মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, অথবা পুলিশের উপ-পরিদর্শক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা অথবা কাস্টমসের পরিদর্শক অথবা সমমানসম্পন্ন অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা অথবা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ল্যান্স নায়ক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তা অথবা কোস্ট গার্ড বাহিনীর পেটি অফিসার অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ থাকে যে, কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ কোনো স্থানে সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবার আশংকা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া লাইসেন্স প্রিমিজেস ব্যতীত, যে কোনো সময়—

(ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশি করিতে পারিবেন এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, বাধা অপসারণের জন্য দরজা-জানালা ভাঙ্গাসহ যে-কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত স্থানে তল্লাশিকালে প্রাপ্ত মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য মাদকদ্রব্য অথবা বস্তু এই আইনের অধীন আটক অথবা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু এবং কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোনো দলিল, দস্তাবেজ অথবা জিনিসপত্র আটক করিতে পারিবে;

(গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে-কোনো ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ করিয়াছেন অথবা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহে গ্রেফতার করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশি পরিচালনা না করিলে মাদকদ্রব্য অপরাধ সম্পর্কীয় কোনো বস্তু নষ্ট অথবা লুপ্ত হইবার অথবা অপরাধী পালাইয়া যাইবার আশংকা রহিয়াছে বলিয়া উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কোনো কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার সংগত কারণ থাকিলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশি করিতে পারিবে।

২৪। দেহ তল্লাশির জন্য বিশেষ পরীক্ষা।—(১) এই আইনের অধীন কোনো তদন্ত অথবা তল্লাশি পরিচালনাকালে কোনো কর্মকর্তার যদি ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে কোনো ব্যক্তি তাহার শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাদকদ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে তাহার শরীরের এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, এন্ডোসকপি, কোলনস্কপি কিংবা রক্ত ও মলমূত্রসহ অন্য যে-কোনো প্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে নিজেকে সমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত নির্দেশ অমান্য করিলে নির্দেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা তাহাকে নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে পরীক্ষার পর কোনো ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যদি কোনো মাদকদ্রব্যের উপস্থিতি সনাক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রযোজ্যক্ষেত্রে ধারা ৩৬ এর সারণির ক্রমিক নম্বর ৬ হইতে ১১ কিংবা ১৩ হইতে ২০ এর বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে পরীক্ষার পর যদি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মাদকদ্রব্য গ্রহণের, সেবনের, ব্যবহারের অথবা প্রয়োগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উহা যদি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) কিংবা ধারা ১০ এর (চ) এর বিধান লঙ্ঘনকারী হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ধারা ৩৬ এর সারণি ক্রমিক নম্বর ১৬, ২১, ২৫, ২৯ অথবা ৩১ অনুসারে শাস্তিযোগ্য মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা যাইবে।

(৪) মাদকাসক্ত ব্যক্তি সনাক্ত করিবার প্রয়োজনে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপ টেস্ট (Dope Test) করা যাইবে। ডোপ টেস্ট (Dope Test) পজেটিভ হইলে ধারা ৩৬(৪) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২৫। আটক, ইত্যাদি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ।—এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে অথবা কোনো বস্তু আটক করা হইলে, গ্রেফতারকারী অথবা আটককারী কর্মকর্তা তৎসম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে।

২৬। বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদকদ্রব্য, বস্তু, ইত্যাদি।—(১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটিত হইলে মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্যের সহিত জব্দকৃত অর্থ, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক, যানবাহন অথবা অন্য কোনো বস্তু সম্পর্কে অথবা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(২) মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময় বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদকদ্রব্যের সহিত যদি কোনো বৈধ মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত মাদকদ্রব্যও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(৩) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোনো সরকারি অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো যানবাহন ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং মামলা রুজুকারী কর্মকর্তা সরকারি কার্যের স্বার্থে উক্ত যানবাহন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার জিম্মায় প্রদান করিতে পারিবেন, তবে বিষয়টি এজাহারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) জব্দকৃত মাদকদ্রব্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে ধ্বংস করিতে হইবে।

২৭। বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি।—(১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের মামলা চলাকালে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আটককৃত কোনো বস্তু বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল , উক্ত অপরাধ প্রমাণিত হউক অথবা না হউক—

(ক) বস্তুটি মাদকদ্রব্য হইলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিবে;

(খ) বস্তুটি মাদকদ্রব্য না হইলে বাজেয়াপ্ত করিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(গ) মাদকদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা এবং উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোনো ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো বস্তু আটক করা হয় কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, যিনি বস্তুটি আটককারী কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হইবেন, লিখিত আদেশ দ্বারা, উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে উক্তরূপ বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পূর্বে বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আপত্তি প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিতে হইবে এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা নোটিশ জারির তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিবস হইতে হইবে, আপত্তি উত্থাপনকারীকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

২৮। বাজেয়াপ্ত এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য ও দ্রব্যাদির নিষ্পত্তি অথবা বিলিবন্দেজ।—(১) বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো মাদকদ্রব্য অথবা দ্রব্যের বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক আটককৃত হইলে উহা মহাপরিচালক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস কিংবা অন্য কোনো প্রকারে নিষ্পত্তি অথবা বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করিবে।

(২) আটককৃত মাদকদ্রব্য অথবা দ্রব্য এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক আটককৃত হইলে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পর উহা উক্ত আটককারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং আটককারী সংস্থা উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুসারে মহাপরিচালক কিংবা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা হস্তান্তর কিংবা অন্য কোনো প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোনো মাদকদ্রব্য অথবা বস্তু আটক, বাজেয়াপ্ত ও নিষ্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা এই আইনের অধীন নিষ্পত্তিকৃত সকল মাদকদ্রব্য ও বস্তুসমূহের নিষ্পত্তিসংক্রান্ত একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

২৯। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান।—(১) মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে অথবা কোনো বস্তু আটক করিলে তিনি অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অথবা আটককৃত বস্তুটিকে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটস্থ কোনো কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুকে যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি অথবা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য অথবা মালামাল যদি পরিমাণে অত্যধিক হয় অথবা অতি মূল্যবান হয় কিংবা সংরক্ষণের জন্য অসুবিধাজনক কিংবা ঝুঁকিবহুল হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের অনুমতিক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা মালামালের যথোপযুক্ত নমুনা ও প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদকদ্রব্য অথবা মালামাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর, ধ্বংস অথবা অন্য কোনো প্রকারে বিলিবন্দেজ করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন আটককৃত কোনো মাদকদ্রব্য অথবা বস্তুর যদি কোনো কারণে তাৎক্ষণিক বিলিবন্দেজ অপরিহার্য হয় অথবা উহা বহন অথবা স্থানান্তরের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে আটককারী কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা বস্তুর উপযুক্ত নমুনা এবং পরিমাণ নির্দেশক যথাযথ প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদকদ্রব্য অথবা বস্তুর হস্তান্তর, ধ্বংস অথবা অন্য কোনো প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করা যাইবে।

৩০। মহাপরিচালকের তদন্তের ক্ষমতা।—মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৩১। মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্তের সময়সীমা।—(১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্ত—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময় হাতেনাতে ধৃত না হইলে মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যপ্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(গ) একই মামলায় গ্রেফতার ও পলাতক ব্যক্তি থাকিলে উক্ত মামলার তদন্ত উপ-ধারা (১) (খ) অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে।

(২) কোনো যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোনো কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৬) উপ-ধারা (২) অথবা (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো তদন্তকার্য সম্পন্ন না করিবার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী, ব্যক্তির অদক্ষতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা তাহার বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৩২। মামলার তদন্ত হস্তান্তর।—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক এই আইনের অধীন রুজুকৃত এবং অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তকৃত কোনো মামলার তদন্তকালীন যদি মহাপরিচালক লিখিতভাবে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো কর্মকর্তার নিকট তদন্তকার্য হস্তান্তর করিবেন এবং যে কর্মকর্তার নিকট উক্ত তদন্তকার্য হস্তান্তর করা হইবে তিনি প্রয়োজনবোধে শুরু হইতে অথবা যে পর্যায়ে তদন্তকার্য হস্তান্তর হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে তদন্তকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে এবং তদন্ত শেষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩৩। ব্যাংক হিসাব, ইত্যাদি নিরীক্ষা ও নিষ্ক্রিয়করণ।—(১) যদি মহাপরিচালক অথবা তাহার অধীন কোনো কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত জড়িত থাকিয়া অবৈধ অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত তাহার ব্যাংক হিসাব অথবা আয়কর অথবা সম্পদের কর সম্পর্কীয় রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (শ) এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত মাদকদ্রব্য অপরাধ (অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা) নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি অবৈধ মাদক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ অথবা সম্পদ সম্পর্কে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী তদন্তসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) প্রয়োজনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত হিসাব অথবা রেকর্ডপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নিষ্ক্রিয়করণ (Freezing) করা কিংবা সম্পদ যাচাই-বাছাইয়ের (Scrutinizing) অনুমতি প্রদানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে এবং যদি তিনি প্রার্থিত অনুমতি যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, কর কর্মকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে নির্ধারিত সময়ে অবহিত করিবে।

৩৪। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।—(১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকালে যদি তদন্তকারী কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তির নিকট উক্ত অপরাধের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর অথবা অন্য কোনো প্রকার হস্তান্তর তদন্ত কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারী ও যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে তাহাকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে, ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আবেদনকারী কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত সময় অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উভয় পক্ষের শুনানির পর আবেদনটির নিষ্পত্তিসাপেক্ষে বিশেষ কারণে কেবল আবেদনকারীকে শুনানি প্রদান করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল আবেদনটির ব্যাপারে সাময়িক আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(৩) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দায়েরকৃত কোনো মামলা চলাকালীন অভিযোগকারী যদি এই মর্মে আবেদন করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই কারণে তাহার সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর অথবা অন্য কোনো প্রকার লেনদেন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান প্রয়োজন, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল উভয়পক্ষকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ দান করিয়া, প্রয়োজনবোধে, উক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৩৫। গোপন অভিযোগ ও নিয়ন্ত্রিত বিলি।—(১) উপ-ধারা (২) এবং কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত চুক্তি অথবা সমঝোতা সাপেক্ষে, সরকার, এই আইন অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের অনুরূপ কোনো আইনের অধীন সংঘটিত কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সম্পর্কে বাংলাদেশে অথবা অন্য কোথাও প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, নিয়ন্ত্রিত বিলির লিখিত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যদি না সরকার—

(ক) কোনো ব্যক্তিকে, যাহার পরিচিতি জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত যাহাই হউক না কেন, এই বলিয়া সন্দেহ করে যে, তিনি এইরূপ কোনো কার্যে লিপ্ত ছিলেন অথবা রহিয়াছেন অথবা হইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা এই আইন অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের অনুরূপ কোনো আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধ বলিয়া পরিগণিত; এবং

(খ) এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়, নিয়ন্ত্রিত বিলির ব্যবস্থা এইরূপ নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, উহাতে উক্ত ব্যক্তির কার্য প্রকাশিত হইবার অথবা উক্ত কার্যসংক্রান্ত অন্য কোনো প্রমাণ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

(৩) সরকার অনধিক ৩ (তিন) মাসের জন্য, সময়ে সময়ে, উক্ত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত উপ-ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, নিয়ন্ত্রিত বিলি ও গোপন অভিযান চলাকালে এবং তদুদ্দেশ্যে, নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কোনো বাহনকে বাংলাদেশে প্রবেশ অথবা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া;

(খ) কোনো বাহনকে মাদকদ্রব্য সরবরাহ অথবা সংগ্রহ করিতে দেওয়া;

(গ) কোনো বাহনে প্রবেশ ও তল্লাশির জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তিসংগত শক্তি প্রয়োগ করা;

(ঘ) কোনো বাহনে গোপন সংকেত প্রদানকারী যন্ত্র (Tracking Device) স্থাপন করা; এবং

(ঙ) যে ব্যক্তির অধিকারে অথবা হেফাজতে মাদকদ্রব্য রহিয়াছে তাহাকে বাংলাদেশে প্রবেশ অথবা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া।

(৫) আপতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো গোপন অভিযান অথবা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণকারী কোনো অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী, উক্ত অভিযান অথবা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণের জন্য কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের দায়ে দায়ী হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড

৩৬। ধারা ৯ এবং ১০ এর বিধান লঙ্ঘনের দন্ড।—(১) কোনো ব্যক্তি যদি নিম্নের সারণির ২য় কলামে উল্লিখিত কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এবং ১০ এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করে তাহা হইলে তিনি উক্ত সারণির কলাম ৩ এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডিত হইবে, যথা:—

সারণি

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
১।	প্রথম তপশিলের ক শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত অপিয়াম পপি গাছ সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ১০টি হইলে অন্যূন ১(এক) বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) গাছের সংখ্যা ১০ এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০টি হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০(দশ) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) গাছের সংখ্যা ১০০টির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর, এবং অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
২।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত অপিয়ম পপি ফল সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) ফলের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ১০০টি হইলে অন্যূন ১(এক) বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) ফলের সংখ্যা ১০০টির উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০০ (পাচশত) টি হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) ফলের সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) টির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
৩।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত অপিয়ম পপি বীজ সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) অঙ্কুরোদগম উপযোগী বীজের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ গ্রাম হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ড; (খ) অঙ্কুরোদগম উপযোগী বীজের পরিমাণ ১০ গ্রামের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) গ্রাম হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) অঙ্কুরোদগম উপযোগী বীজের পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) গ্রামের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
৪।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ২ নং ক্রমিকভুক্ত কোকা গাছ অথবা কোকা গুল্ম সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ১০টি হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) গাছের সংখ্যা ১০টির উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০টি হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) গাছের সংখ্যা ১০০টির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
৫।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ২ নং ক্রমিকভুক্ত কোকা পাতা সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) পাতার পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনুর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর, কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) পাতার পরিমাণ ১০০ গ্রামের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০০ গ্রাম হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) পাতার পরিমাণ ১০০০ গ্রামের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনুর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
৬।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত অপিয়াম ফল নিঃসৃত আঠাল পদার্থ কিংবা পরিশোধিত, অপরিশোধিত কিংবা তৈরিকৃত যে-কোনো ধরনের আফিম কিংবা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম আফিম সহযোগে তৈরি যে-কোনো পদার্থ সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) আফিম অথবা পদার্থের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) আফিম অথবা পদার্থের পরিমাণ ১০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার-এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০০ গ্রাম অথবা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর, অনুর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) আফিম অথবা পদার্থের পরিমাণ ১০০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনুর্ধ্ব ১৫ (পনের) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
৭।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার-এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
৮।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ)বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ (পচিশ) গ্রাম অথবা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অর্থদন্ড।
৯।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার-এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
১০।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৪০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৪০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অর্থদন্ড।
১১।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৬ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১ এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অর্থদন্ড।
১২।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৬নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের এর উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
১৩।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৭ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০০ গ্রাম অথবা মি.লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ গ্রামের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
১৪।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৭ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ গ্রামের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটার-এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৫।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৮ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) প্রিকারসর কেমিক্যালস-এর পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) প্রিকারসর কেমিক্যালস-এর পরিমাণ ১০ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (গ) প্রিকারসর কেমিক্যালস-এর পরিমাণ ৫০ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর, অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৬।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)-এর দফা (গ) উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ৩ (তিন) মাস, অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৭।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)-এর দফা (ঘ) কিংবা উপ-ধারা (২)-এর দফা (ঘ) এবং উপ-ধারা (৪) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ৩ (তিন) মাস, অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
১৮।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত গাঁজা অথবা ভাং গাছ সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	(ক) গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ৫০টি হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড; (খ) গাছের সংখ্যা ৫০টির উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০০টি হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড; (গ) গাছের সংখ্যা ৫০০টির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
১৯।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ১ নং ক্রমিকভুক্ত গাঁজা অথবা ভাং গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল অথবা ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস, অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১৫ কেজি হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১৫ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ড।
২০।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ২ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি হইলে অন্যূন ৩ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর, কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
২১।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির (৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য ব্যতীত) কোনো মাদকদ্রব্যের সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)-এর দফা (গ) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ৩ (তিন) মাস অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ড।
২২।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির (৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য ব্যতীত) কোনো মাদকদ্রব্যের সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১)-এর দফা (ঘ) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ড।
২৩।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দণ্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
২৪।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) (ঘ) অথবা (ঙ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ কেজি অথবা লিটার-এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০০ কেজি অথবা লিটার-এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৫।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর লঙ্ঘন	অন্যূন ৬ মাস অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
২৬।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৭।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৮।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।
২৯।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) অথবা (ঘ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।
৩০।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
(১)	(২)	(৩)
৩১।	প্রথম তপশিলের 'খ' শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) অথবা (ঘ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৩ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৩ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইতে ১০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৩ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
৩২।	প্রথম তপশিলের 'গ' শ্রেণির ১ ও ২ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ), (ঘ) অথবা (ঙ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি অথবা লিটার হইলে অনূর্ধ্ব ১ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০০ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ২ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
৩৩।	প্রথম তপশিলের 'গ' শ্রেণির ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইতে ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৩ বৎসর অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।
৩৪।	প্রথম তপশিলের 'গ' শ্রেণির ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে-কোনো মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অথবা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি অথবা লিটার হইলে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর অন্যূন ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি অথবা লিটারের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

(২) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর যদি কোনো ব্যক্তি পুনরায় কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের দন্ড মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড না হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য এই আইনে সর্বোচ্চ যে দন্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৩) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দ্বিতীয়বার দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় কোন মাদকদ্রব্য অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের দন্ড মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড না হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকসেবন ব্যতীত অন্য কোনোরূপ মাদক অপরাধী হিসাবে প্রতীয়মান না হন, তাহা হইলে উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিবেচনাপূর্বক যে-কোনো মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বীয় অথবা পরিবারের ব্যয়ের মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং যদি উক্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তি এইরূপ মাদকাসক্তির চিকিৎসা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি অ্যালকোহল পান কিংবা যে-কোনো ধরনের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জনসাধারণের শান্তি বিনষ্ট অথবা বিরক্তিকর কোনো আচরণ করিলে কিংবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালনা করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(৬) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে মাদকদ্রব্য অপরাধ স্বীকার করেন কিংবা কোনো মাদক ব্যবসায়ী যদি অবৈধ মাদক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসিবার জন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনালে লিখিতভাবে আবেদন করেন, তাহা হইলে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল তাহাকে শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি বিধি অনুযায়ী পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কোনো সরকারি যানবাহনের চালক যানবাহন ব্যবহারকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে গাড়িতে মাদকদ্রব্য পরিবহণের সময় যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক হাতেনাতে আটক হন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অপরাধ অনুযায়ী আইনানুগ এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৩৭। মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি রাখিবার দন্ড।—লাইসেন্সপ্রাপ্ত নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট অথবা তাহার দখলকৃত কোনো স্থানে যদি মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য কোনো যন্ত্রপাতি, ওয়াশ অথবা অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

৩৮। গৃহ অথবা যানবাহন, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দেওয়ার দন্ড।—কোনো ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহার মালিকানাধীন অথবা দখলি কোনো বাড়িঘর, জায়গাজমি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি অথবা সাজসরঞ্জাম কিংবা কোনো অর্থ অথবা সম্পদ ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৩৯। বেআইনি অথবা হয়রানিমূলক তল্লাশি, ইত্যাদির দণ্ড।—যদি তল্লাশি, আটক অথবা গ্রেফতার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো কর্মকর্তা—

(ক) সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কোনো কারণ ব্যতিরেকে তল্লাশির নামে কোনো স্থানে প্রবেশ করেন ও তল্লাশি চালান,

(খ) হয়রানিমূলকভাবে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো বস্তু তল্লাশি করিবার নামে কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পদ আটক করেন, এবং

(গ) কোনো ব্যক্তিকে হয়রানিমূলক তল্লাশি করেন অথবা গ্রেফতার করেন,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪০। অর্থ যোগানদাতা, পৃষ্ঠপোষকতা, মদদদাতা, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান।—কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে অর্থ বিনিয়োগ করিলে অথবা অর্থ সরবরাহ করিলে অথবা সহযোগিতা প্রদান করিলে অথবা পৃষ্ঠপোষকতা করিলে তিনি সংশ্লিষ্ট ধারায় নির্ধারিত দণ্ডের অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪১। মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ইত্যাদির দণ্ড।—কোনো ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে কাহাকেও প্ররোচিত করিলে অথবা সাহায্য করিলে অথবা কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ অথবা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটিত হউক অথবা না হউক, তিনি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪২। শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই, এইরূপ মাদকদ্রব্য অপরাধের দণ্ড।—(১) কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন অথবা বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে যাহার জন্য উহাতে স্বতন্ত্র কোনো দণ্ডের ব্যবস্থা নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন কার্যে নিয়োজিত কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যকে তাহার দায়িত্ব পালনকালে কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে অসহযোগিতা করিলে অথবা বাধা প্রদান করিলে কিংবা কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে তাহা মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতা হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৩। কোম্পানি কর্তৃক মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটন।—এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব অথবা অন্য কোনো কর্মকর্তা অথবা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সামর্থ হন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়—

(ক) 'কোম্পানি' বলিতে কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সমিতি অথবা সংগঠনকে বুঝাইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোনো অংশীদার অথবা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যকেও বুঝাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও অপরাধের বিচার

৪৪। **ট্রাইব্যুনাল স্থাপন।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মাদকপ্রবণ জেলা সদর বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকা বা উভয় এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হইলে, ট্রাইব্যুনাল গঠনকারী প্রজ্ঞাপনে প্রতিটি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে একজন করিয়া বিচারক থাকিবে এবং উক্ত বিচারক বিচার কর্ম বিভাগে কর্মরত অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় অতিরিক্ত জেলা জজ না থাকিলে উক্ত জেলার দায়রা জজ তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট জেলার যে কোনো অতিরিক্ত জেলা জজ বা দায়রা জজকে তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) সরকার যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবে সেই স্থানে বা স্থানসমূহের যে কোনো স্থানে ট্রাইব্যুনাল বসিতে পারিবে এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকার সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

৪৫। **ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।**—(১) মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহের বিচার করিবার ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল একটি বিচারিক দায়রা আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিচার পরিচালনার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী একজন দায়রা জজ যেসকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে মাদকদ্রব্য অপরাধ বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৪৬। **মাদকদ্রব্য অপরাধ আমলযোগ্যতা ।**—মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ আমলযোগ্য অপরাধ হইবে।

৪৭। **জামিন সংক্রান্ত বিধান।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করা হইবে না, যদি—

(ক) তাহাকে মুক্তি প্রদানের আবেদনের উপর রাষ্ট্র বা, ক্ষেত্রমত, অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদান করা না হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে মর্মে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হন; অথবা

(গ) তিনি নারী বা শিশু অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ না হন এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি প্রদানের কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট না হয়।

(২) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্ত সমাপ্তির পর, তদন্ত প্রতিবেদন বা সেই সূত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যদি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, আপীল আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তি উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৮। **বিচারের বিশেষ পদ্ধতি**।—(১) ট্রাইব্যুনালে মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় ২০ যতদূর এই আইনের সহিত সাংঘর্ষিক না হয় ততদূর, প্রযোজ্য হইবে।

(২) মাদকদ্রব্য অপরাধটির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সাত বৎসরের অধিক কারাদণ্ড না হইলে, মামলাটির বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় ২২, যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে ।

৪৯। **বিচারকার্য মুলতবি।**—ট্রাইব্যুনালে মামলার বিচারকার্য আরম্ভ হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম চলিবে, তবে ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য মুলতবি করা একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইলে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য, যাহা তিন কার্য দিবসের অধিক হইবে না, বিচারকার্য মুলতবি করা যাইবে।

৫০। **বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত জড়িত অন্য অপরাধের বিচার।**—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন কোনো মামলার মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ যদি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উক্ত অন্য অপরাধের বিচার বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত একই সঙ্গে হওয়া উচিত, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটি বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত ট্রাইব্যুনালে একই সঙ্গে বিচার্য হইবে।

৫১। **বিচার সমাপ্তির মেয়াদ**।—(১) ট্রাইব্যুনালে কোনো মামলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হইতে বিচারের জন্য প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে।

(২) কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো বিচার সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, ট্রাইব্যুনাল কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে বিচার সমাপ্ত করিতে পারিবে এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে কোনো বিচার কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার কার্য সমাপ্তির জন্য সর্বশেষ আরও ১৫ (পনের) কার্যদিবস সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে।

৫২। **অভিযুক্ত শিশুর বিচার পদ্ধতি।**—কোনো শিশু মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে তাহার ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। **আপিল।**—ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে রায় প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, রায়ের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য যে সময় অতিবাহিত হইবে উহা উক্ত সময় হইতে কর্তন করিতে হইবে।

৫৪। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ।**—এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধের অভিযোগ (এফ আই আর) দায়ের, তদন্ত, অনুসন্ধান, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৫৫। **মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনে আইনানুগ অনুমান (Presumption)।**—যদি কোনো ব্যক্তির নিকট অথবা তাহার দখলকৃত অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো স্থানে কোনো মাদকদ্রব্য সেবন, ব্যবহার, প্রয়োগ অথবা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহারযোগ্য সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি অথবা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু অথবা উপাদান পাওয়া যায় এবং যদি উহার দ্বারা আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, ভিন্নতর প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলে, আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৬। **ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা, ইত্যাদির সাক্ষ্য মূল্য।**—Evidence Act, 1872 (Act No.I of 1872) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোনো ঘটনার ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোনো কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা টেপ রেকর্ড বা ডিস্কে ধারণ করিলে উক্ত ভিডিও, স্থিরচিত্র, টেপ বা ডিস্ক উক্ত অপরাধ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

৫৭। **মোবাইল কোর্ট আইনের প্রয়োগ।**—এই আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তপশিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া বিচারকার্য সম্পাদন করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৫৮। **মাদকশুল্ক** ।—(১) দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত মাদকদ্রব্যের উপর মাদক শুল্ক নামে এক প্রকার শুল্ক উহাতে উল্লিখিত হারে আরোপ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন উৎপাদিত অ্যালকোহল বা প্রিকারসর কেমিক্যালস রপ্তানি করা হইলে উহার উপর উক্ত মাদকশুল্ক আরোপ করা হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত শুল্ক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালক বা তদধীন কোন কর্মচারী কর্তৃক আদায় করা যাইবে।

(৩) দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য বা শুল্ক হার বা উভয় পরির্তন করিবার ক্ষমতা ধারা ৬৫ এর অধীন সরকারের থাকিবে।

৫৯। **মাদকপ্রবণ অঞ্চল ঘোষণা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার জনস্বার্থে মাদকের ভয়াবহতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেশের যে-কোনো অঞ্চলকে প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য বিশেষ মাদকপ্রবণ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত অঞ্চলে মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রতিরোধের জন্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬০। **ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদির দাবি অগ্রহণযোগ্য।**—এই আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশের কারণে কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসধারী ব্যক্তির কিংবা যেখানে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছে এইরূপ স্থানের কোনো মালিক অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি তজ্জন্য অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিবে না অথবা তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো ফিস ফেরত চাহিতে পারিবে না।

৬১। **মাদকাসক্ত ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইত্যাদি।**—(১) অধিদপ্তর মাদকাসক্ত ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,—

(ক) অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এক বা একাধিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং উহা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি অধিদপ্তরের চাকরি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে; এবং

(খ) সরকারি খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ বা ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি সরকার প্রদান করিতে পারিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও মানদন্ডে উহা পরিচালিত হইবে।

৬২। **রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন ও উহার প্রতিবেদন।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,—

(ক) মাদকদ্রব্য অথবা মাদকদ্রব্যের কোনো উপাদানের রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এক বা একাধিক পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে পারিবে এবং উহার জন্য রাসায়নিক পরীক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি অধিদপ্তরের চাকরি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে; এবং

(খ) সরকারি খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানকে রাসায়নিক পরীক্ষাগার হিসাবে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের কোনো পর্যায়ে কোনো বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইলে উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত বা নির্ধারিত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) রাসায়নিক পরীক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতিবেদন মামলা দায়ের, মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্ত, অনুসন্ধান, বিচার অথবা অন্য কোনো প্রকার কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **'রাসায়নিক পরীক্ষক'** অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা নির্ধারিত সরকারি রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নিয়োগকৃত অথবা স্বীকৃত যে-কোনো পদমর্যাদার রাসায়নিক পরীক্ষক।

৬৩। **কমিটি গঠন ও উহার দায়িত্ব।—(১)** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্ন-বর্ণিত এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি**;**

(খ) জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি;

(গ) জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি; এবং

(ঘ) উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে বা বিধি দ্বারা সরকার কমিটিসমূহের দ্বায়-দায়িত্ব, সভা অনুষ্ঠান, কার্য পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৪। **ক্ষমতা অর্পণ।**—মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোনো ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার অধস্তন যে-কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পরিবেন।

৬৫। **তপশিল সংশোধন।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে-কোনো তপশিল সংশোধন করিয়া কোন মাদকদ্রব্যের নাম অর্ন্তভূক্তি বা কর্তন করিতে পারিবে।

৬৬। **পারস্পরিক সহযোগিতায় বাধ্যবাধকতা।**—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ব্যাপারে এবং তথ্য বিনিময় করিবার ব্যাপারে কোন ব্যক্তি অনুরুদ্ধ হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬৭। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের কোনো অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৬৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

(ক) অ্যালকোহল;

(খ) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(গ) লাইসেন্স, পারমিট ও ফিস;

(ঘ) বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঙ) ডোপ টেস্ট;

(চ) মাদকাসক্তদের তালিকা; এবং

(ছ) কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ:

(৩) এই ধারার অধীন বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন), অত:পর 'উক্ত আইন' বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উহার অধীন গঠিত—

(ক) 'জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) 'জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড তহবিল ও এতৎসংক্রান্ত 'জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ ও অর্থব্যয়) বিধিমালা, ২০০১' বিলুপ্ত হইবে, এবং বিলুপ্ত তহবিলে গচ্ছিত সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে স্থানান্তরিত হইবে।

(৩) উক্ত আইন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উহার অধীন —

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রণীত কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ বা কার্যক্রম উক্তরূপ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রণীত, জারিকৃত বা প্রদত্ত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকিবে;

(গ) দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই;

(ঘ) প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এ মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঙ) স্থাপিত বা অনুমোদিত রাসায়নিক পরীক্ষাগার এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭০। **আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম তপশিল

(**ধারা** ২ (২৯)(ক) **দ্রষ্টব্য**)

'ক' শ্রেণির মাদকদ্রব্য

১। অপিয়াম পপি গাছ, অপিয়াম পপি ফল, কিংবা অপিয়াম পপির অঙ্কুরোদগম উপযোগী বীজ;

২। কোকা গাছ অথবা কোকাগুল্ম, কোকা পাতা অথবা কোকা উদ্ভূত সকল মাদকদ্রব্য (Cocaine derivatives) শতকরা ০.১ এর অধিক কোকেনযুক্ত যে-কোনো পদার্থ অথবা কোকেনের যে-কোনো ক্ষার;

৩। অপিয়াম ফল নিঃসৃত আঠাল পদার্থ, পরিশোধিত অথবা অপরিশোধিত কিংবা প্রস্তুতকৃত যে-কোনো ধরনের আফিম কিংবা আফিম সহযোগে তৈরি আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম যে-কোনো পদার্থ;

৪। অ্যাসিটাইল মেথাডল (Acetyl-methadol), ফেন্টা**নাইল** (Fentanyl), অ্যাসিটাইল-আলফা-মিথাইল ফেন্টা**নাইল** (Acetyl-alpha-methyl Fentanyl), আলফা-মিথাইল ফেন্টা**নাইল** (Alpha-methyl Fentanyl), আলফেন্টা**নাইল** (Alfentanyl), বেটা-হাইড্রোক্সি ফেন্টা**নাইল** (Beta-hydroxy Fentanyl), বেটা-হাইড্রোক্সি-৩-মিথাইল ফেন্টা**নাইল** (Beta-hydroxy-3-methyl Fentanyl), লোফেন্টা**নাইল** (Lofentanyl), ৩-মিথাইল ফেন্টা**নাইল** (3-Methyl Fentanyl), সুফেন্টা**নল** (Sufentanil), আলফামিথাইল থায়োফেন্টা**নাইল** (Alpha-methyl Thiofentanyl), ৩-মিথাইল থায়োফেন্টা**নাইল** (3-Methylthiofentanyl), রেমিফেন্টা**নাইল** (Remifentanil), সুফেন্টা**নাইল** (Sufentanyl), থায়োফেন্টা**নাইল** (Thiofentanyl), অ্যাসিটাইল মেথাডল (Acetyl Methadol), আলফা অ্যাসিটাইল মেথাডল (Alpha cetyl Methadol), বেটা অ্যাসিটাইল মেথাডল (Beta Acetyl Methadol), আলফামেথাডল (Alphamethadol), বুপ্রেনরফিন (Buprenorphine), কোকেন (Cocaine), ক্লোরোকোডাইড (Clorocodide), এট্রোফাইন (Etrophine), হেরোইন (**Heroin),** অ্যাসিটাইল ডিহাইড্রোকোডিন (Acetyl dihydrocodeine), হাইড্রোকোডন (Hydrocodone), ডাই হাইড্রোকোডন (Di-hydrocodone), কোডিন (**Codeine),** হাইড্রোমরফিন (Hydromorphine), কিটামিন (Ketamine), মেট্রাজাইনিন (Mitragynine), মেট্রাফাইলিন (Mitraphylline), মেথাডন (Methadone), বেনজাইল মরফিন (Benzyl Morphine) মরফিন (Morphine), ন্যালবু**ফাইন** (Nalbuphine), নরকোডিন (Norcodeine), নরমরফিন (Normorphine), নোজকাপেইন (Noscapaine), প্যাপাভারিন (Papavarine), প্যাপাভেরিটাম (Papavaritum), ফেনইথাইলামিন (Phenethylamine), পেন্টাজোসিন (Pentazocaine), পেথিডিন (Pethidine), পেথিডিন হাইড্রোক্লোরাইড (Pethidine Hydrochloride), পেথিডিন ইন্টারমিডিয়েট এ (Pethidine Intermediate A), পেথিডিন ইন্টারমিডিয়েট বি (Pethidine Intermediate B), পেথিডিন ইন্টারমিডিয়েট সি (Pethidine Intermediate C), থিবেইন (Thebaine);

৫। অ্যামফিটামিন (Amphetamine), বেনজফিটামিন (Benzfetamine), লেফিটামিন (Lefetamine), মেথামফিটামিন (Metamphetamine)/মিথাইল অ্যামফিটামিন (Methyl Amphetamine), মেথামফিটামিন রেসিমেট (Metamphetamine racemate), ব্রোলামফিটামিন (Brolamphetamine), (ডিওবি) (DOB), ডেক্সামফিটামিন (Dexamphetamine), ইটিলামফিটামিন (Etilamphetamine), লেভামফিটামিন (Levamphetamine), টেনামফিটামিন (Tenamphetamine);

৬। অ্যাসিটরফিন (Acetorphine), **অ্যালাই**লপ্রোডাইন (Allylprodine), অ্যালফামেপ্রোডাইন (Alphameprodine), **অ্যা**লফাপ্রোডাইন (Alphaprodine), এনিলেরিডাইন (Anileridine), এ্যাসসিট্রোফাইন (Asscetrophine), বেটাঅ্যাসিটাইলমেথাডল (Betacetylmethadol), ডাইমেফেপটানল (Dimepheptanol), বেটামেপ্রোডাইন (Betameprodine), বেটামেথাডল (Betamethadol), বেনজিথিডাইন (Benzethidine), বেনজাইলমরফিন (Benzylmorphine), বেটাপ্রোডাইন (Betaprodine), বেজিট্রামাইড (Bezitramide), **ক্যানাবিস রেসিন (**Cannabis resin**), চরস (**Charas**) অথবা হাশিশ (**Hashis**), হাশিশ তেল (**Hashis oil**),** ক্যাথিনোন (Cathinone), ক্লোনিটাজিন (Clonitazene), কোডোক্সিম (Codoxime), ডিমেরাল (Demeral), ডেসোমরফিন (Desomorphine), ডেক্সট্রোমোরামাইড (Dextromoramide), ডেক্সট্রোপ্রোপক্সিফেন (Dextropropoxyphene), ডায়াম্প্রোমাইড (Diampromide), ডাইইথাইলথায়ামবিউটিন (Diethylthiambutene), ডায়ফিনক্সিন (Difenoxin), ডাইহাইড্রোকোডিন (Dihydrocodeine), ডাইহাইড্রোএটরফিন (Dihydroetorphine),ডাইহাইড্রোমরফিন (Dihydromorphine), ডাইমেনোক্সাডল (Dimenoxadol), ডাইমিথাইলথায়ামবিউটিন (Dimethylthiambutene), ডাইঅক্সাফেটিল বিউটিরেট (Dioxaphetyl butyrate), ডাইফেনক্সিলেট (Diphenoxylate),ডাইপিপানন (Dipipanone), ড্রটিবানল (Drotebanol), একজোনিন (Ecgonine), এরগোমেট্রিন (Ergometrine), ইথাইলমিথাইল-থায়ামবিউটিন (Ethylmethyl-thiambutene), ইথাইলমরফিন (Ethylmorphine), ইটিসাইক্লিডিন (Eticyclidine), এটোনিটাজেন (Etonitazene), এটক্সিরিডাইন (Etoxeridine), এটরফিন (Etorphine),ইটিপটামিন (Etyptamine), ফুরিথিডাইন (Furethidine), হাইড্রোকোডন বাইটারট্রেট (Hydrocodone bitartrate), হাইড্রোমরফোন (Hydromorphone), হাইড্রোক্সিপেথিডিন (Hydroxypethidine), আইসোমেথাডন (Isomethadone), কিটোবেমিডোন (Ketobemidone), লেভোমেথরফ্যান (Levomethorphan), লেভোমোরামাইড (Levomoramide), লেভোফিনাসিলমরফ্যান (Levophenacylmorphan), হাইড্রোমরফিনল (Hydromorphinol), লেভোরফ্যানল (Levorphanol), মেপারডাইন (Meperdine), মেসকালাইন (Mescaline), মেটামেপ্রোডাইন (Metameprodine), মেটাজছিন (Metazocine), মেথাডন ইন্টারমেডিয়েট (৪-সায়ানো-২-ডাইমেথিল-এমিনো-৪, ৪-ডাইফেনিল বুটেন) (Methadone intermediate (4-cyano-2-dimethyl-amino-4, 4-diphenyl butane), মেথক্যাথিনোন (Methcathinone), মেথিলাডিহাইড্রোমরফিন (Methyladihydromorphine), মেথিলডেসরফিন (Methyldesorphine), মেটোপন (Metopon), এমএমডিএ (MMDA), মোরামাইড (Moramide), মরফেরিডাইন (Morpheridine), মরফিন মেথোব্রোমাইড এবং অন্যান্য পেন্টাভেলেন্ট ডেরাইভেটিভস নাইট্রোজেন মরফিন (Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives), মরফিন-এন-অক্সাইড (Morphine-N-oxide), এমপিপিপি (MPPP) [1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)], মাইরোফিন

(Myrophine), নালোক্সোন (Naloxone), নালট্রাক্সোন (Naltraxone), নিকোকোডিন (Nicocodine), নারকোডিন (Narcodeine), নারকোটিন (Narcotine), নিকোডিকোডিন (Nicodicodine), নিকোমরফিন (Nicomorphine), নোরাসাইমেথাডল (Noracymethadol), নরলিভরফ্যানল (Norlevorphanol), নরমেথাডন (Normethadone), নরপিপানন (Norpipanone), অমনোপন (Omnopone), অরিপাভাইন (Oripavine), অক্সিকোডন (Oxycodone), অক্সিমরফন (Oxymorphone), প্যারা-ফ্লুরোফেন্টানিল (Para-fluorofentanyl), প্যারাহেক্সাইল (Parahexyl), পিইপিএপি (PEPAP) [1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)], ফেনাডক্সন (Phenadoxone), ফেনামপ্রমাইড (Phenampromide), ফেনাজসিন (Phenazocine), ফেনোমরফ্যান (Phenomorphan), ফেনোপেরিডিন (Phenoperidine), ফলকোডিন (Pholcodine),পিমিনোডিন (Piminodine), পিরিট্রামাইড (Piritramide), প্রোহিটাজিন (Prohetazine), প্রোপেরিডিন (Properidine), প্রোপিরাম (Propiram), সিলোসিন (Psilocine), সিলোটসিন (Psilotsin), রেসিমেথরফ্যান (Racemethorphan), রেসিমোরামাইড (Racemoramide), রেসিমোরফ্যান (Racemorphan), রেমিফ্যান্টানিল (Remifentanil), রোলিসাইক্লিডিন (Rolicyclidine), টেনোসাইক্লিডিন (Tenocyclidine), টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল (Tetrahydrocanabinol), থেবাকন (Thebacon), টিলিডাইন (Tilidine), ট্রাইমেপেরিডাইন (Trimeperidine);

৭। ক্রমিক নম্বর ৪ হইতে ৬ পর্যন্ত উল্লিখিত মাদকদ্রব্যসমূহের উপজাত দ্রব্য অথবা যৌগ কিংবা উহাদের হইতে উদ্ভূত অথবা প্রস্তুতকৃত কোনো পদার্থ যাহাতে উক্ত পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনোদৈহিক (Psychoactive) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান কিংবা উহাদের কোনো অ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, অ্যানালগ, কিংবা অ্যাগনিস্টসমূহ যে বাণিজ্যিক নাম অথবা আকারেই থাকুক না কেন; এবং

৮। প্রিকারসর কেমিক্যালস—

ক অথবা খ শ্রেণির কোনো মাদকদ্রব্য উৎপাদন অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান অথবা উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এইরূপ প্রিকারসর কেমিক্যালসসমূহ—

এসিটিক এ্যানহাইড্রাইড (Acetic anhydride), এন-অ্যাসিটাইল এনথ্রানিলিক এসিড (N-Acetylanthranilic acid), এফিড্রিন (Ephedrine), এরগোমেট্রিন (Ergometrine), এরগোটামিন (Ergotamine), আইসোস্যাফরোল (Isosafrole), লাইসারজিক এসিড (Lysergic acid), ৩, ৪-মিথাইল এনিডাইওক্সিফেনাইল-২-প্রোপানন (3, 4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone), নরেফিড্রিন (Norephedrine), ১-ফেনাইল-২-প্রোপানন (1-Phenyl-2-propanone), পিপারোনাল (Piperonal), পটাশিয়াম পারমাংগানেট (Potassium Permanganate), সিউডো এফিড্রিন (Pseudoephedirne), স্যাফরোল (Safrole), এসিটোন (Acetone), এ্যানথ্রানিলিক এসিড (Anthranilic acid), ইথাইল ইথার (Ethyl ether), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric acid), মিথাইল-ইথাইল-কিটোন (Methyl ethyl ketone), ফিনাইলাসিটিক এসিড (Phenylacetic acid), পিপারিডিন (Peperidine), সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid), টলুইন (Toluene), আপান (APAAN) (alpha-phenylacetoacetonitrile), এএনপিপি (4-Anilino-N-phenethylpiperidine), এনপিপি (N-phenethyl-4-piperidone)।

'খ' শ্রেণির মাদকদ্রব্য

১। গাঁজা গাছ কিংবা উহার শাখা প্রশাখা, পাতা ও ফুল। ভাং গাছ কিংবা উহার শাখা প্রশাখা, পাতা ও ফুল। গাঁজা, ভাং, সিদ্ধি। গাঁজা অথবা ভাং সহযোগে প্রস্তুতকৃত এইরূপ কোনো দ্রব্য যাহা নেশা অথবা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম।

২। নেশার উৎসরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কিংবা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম যে কোনো উদ্ভিদ (ক শ্রেণিতে উল্লিখিত উদ্ভিদ ব্যতীত) এবং উহাদের শাখা প্রশাখা, পাতা, ফল, ফুল, বীজ কিংবা নির্জাস যাহা নেশা ও আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম (যেমন-খাত, ইত্যাদি)।

৩। ইথাইল অ্যালকোহল (ইথানল), অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল, রেকটিফাইড স্পিরিট, ০.৫%-এর অধিক অ্যালকোহল সহযোগে প্রস্তুতকৃত যে-কোনো তরল পদার্থ অথবা ঔষধ (যাহা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম এবং যাহা নেশার উপকরণ হিসাবে পান করা হইতেছে অথবা হইতে পারে), ওয়াইন, বিয়ার, ওয়াশ (জাওয়া), চোলাইমদ, যে-কোনো ধরনের মদ, কিংবা নেশা সৃষ্টিকারী ০.৫%-এর অধিক অ্যালকোহলযুক্ত যে-কোনো দ্রব্য।

৪। অ্যামাইনোইনডেনস (Aminoindanes), ডিইটি (DET) [3-{2-(Diethylamino) ethyl}indole], ডিএমএ (DMA) [(২)-২, ৫ Dimethoxy-alpha-methylphenethylamine], ডিএমএইচপি (DMHP) [৩-(১,২-dimethylheptyl)-৭,৮,৯,১০-tetrahydro-৬,৬,৯-trimethyl-৬ H-dibenzo {b,d}pyran-১-ol], ডিএমটি (DMT) [3-{2-(Dimethylamino) ryhyl}indole], ডিওইটি (DOET) [(২)-4-ethyl-২,৫ Dimethoxy-alpha-methylphenethylamine], ইটিসাইক্লিডিন (Eticyclidine), পিসিই (PCE) [N-ethyl-১phenylcyclohexylamine, ইট্রাইপিটামিন (Etryptamine), এন-হাইড্রোক্সি এমডিএ (N-dydroxy MDA), লাইসারজিড (+Lysergide), লাইসারজিক এসিড ডাইইথাইল এ্যামাইড (Lysergic Acid Diethylamide (LSD) , এলএসডি-২৫ (LSD-25), এমডিই (MDE) *N*-ethylMDA, এমডিএমএ (MDMA) [(২)-N,alpha-dimethyl-3,4-(methylphenedioxy) phenethylamine], মেসকেলাইন (Mescaline), ৪- মিথাইল এ্যামাইনোরেক্স (4-Methyl aminorex), Methylenedioxy (MMDA) [5-methoxy-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine], ৪-এমটিএ (4-MTA)[alpha-methyl-4-methylthiophenethylamine], প্যারাহেক্সাইল (parahexyl), পিএমএ Methylphenethylamine (PMA)[para-methoxy-alpha-methylphenethylamine], সাইলোসিন (Psilocine), সাইলোসাইবিন (Psilocybine), রোলিসাইক্লিডিন (Rolicyclidine), এসটিপি/ ডিওএম (STP/DOM)[2, 5-dimethoxy-alpha, 4-dimethylphenethylamine], এমডিএ (MDA)[Alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine],

টেনোসাইক্লিডিন (Tenocyclidine), টিএমএ (TMA)[(²)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenethylamine], এমিনেফটিন (**Amineptine**), ড্রোনাবিনল (Dronabinol), ফেনিটাইলিন (Fenetylline), ম্যাকলোকোয়ালন (Mecloqualone), মেথাকোয়ালন (Methaqualone), মিথাইলফেনিডেট (Methylphenedate), ফেনমেট্রাজিন (Phenmetrazine), জিপারোল (Zipeprol), এ্যালোবারবিটাল (Allobarbital), **অ্যামোবারবিটাল** (**Amobarbital),** বারবিটাল (Barbital), বুটোবারবিটাল (Butobarbital), ফেনোবারবিটাল (Phenobarbital), সেকোবারবিটাল (Secobarbital), ভিনাইলবিটাল (Vinylbital), বুটালবিটাল (Butalbital), ক্যাথিন (Cathine), (নরসিউডোএফেড্রিন) (Norpseudoephedrine), সাইক্লোবারবিটাল (Cyclobarbital), গ্লুথিথামাইড (Glutethimide**),** পেন্টোবারবিটাল (Pentobarbital), এ্যামফিপ্রামন (Amfepramone) এ্যামিনোরেক্স (Aminorex), ক্লোরডায়াজিপক্সাইড (Chlordiazepoxide), ইথক্লোরভিনল (Ethchlorvynol) এথিনামেট (Ethinamate), ইথাইল লোফলাজিপেট (Ethyl loflazepate), ফেনক্যামফামিন (Fencamfamin), ফেনপ্রপরেক্স (Fenproporex), জিএইচবি (GHB) [Gama-Hydroxybutyric Acid], মাজিনডল (Mazindol), মেফিনোরেক্স (Mefenorex), মেপরোবামেট (Meprobamate), মেসোকারব (Mesocarb), মেথিল ফেনোবারবিটাল (Methylphenobarbital), মেথিপ্রাইলন (Methyprylon), পেমোলাইন (Pemoline), পিসিপি (PCP) [Phencyclidine], ফেন্ডিমেট্রাজাইন (Phendimetrazine), ফেন্টারমাইন (Phentermine), পিপরাডল (Pipradrol), পাইরোভালিরন (Pyrovalerone), স্যালভিনোরিন এ (Salvinorin A), সিনথেটিক ক্যানাবিনয়েডস (Synthetic Canabinoids), **ট্র্যামাডল (**Tramadol**),** ক্যাফেইন (Caffeine) শতকরা ০.১৪৫ ভাগের অধিক ক্যাফেইনযুক্ত যে কোনো তরল পানীয়, শিশা (Shisha)।

৫। ক্রমিক নম্বর ৪-এ উল্লিখিত মাদকদ্রব্য সমূহের উপজাত দ্রব্য অথবা যৌগ কিংবা উহাদের হইতে উদ্ভূত অথবা প্রস্তুতকৃত কোনো পদার্থ যাহাতে উক্ত পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনোদৈহিক (Psychoactive) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান কিংবা উহাদের কোনো অ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, অ্যানালগ, কিংবা অ্যাগনিস্টসমূহ।

'গ' শ্রেণির মাদকদ্রব্য

১। তাঁড়ি, পঁচুই, ইত্যাদি;

২। মিথাইল অ্যালকোহল (মিথানল), মিথানল মিশ্রিত যে-কোনো তরল রাসায়নিক পদার্থ, ডিনেচার্ড স্পিরিট, মেথিলেটেড স্পিরিট, ইথাইল অ্যালকোহল ব্যতীত অন্য সকল প্রকার অ্যালকোহল, সোপ স্পিরিট কিংবা মনুষ্য পানের অনুপযোগী যে-কোনো ধরনের বাণিজ্যিক (Commercial) স্পিরিট;

৩। ফ্লুনাইট্রাজিপাম (Flunitrazepam), আলপ্রাজোলাম (Alprazolam), ব্রোমাজিপাম (Bromazepam), ব্রোটিজোলাম (Brotizolam), ক্যামাজিপাম (Camazepam), ক্লোবাজাম (Clobazam), ক্লোনাজিপাম (Clonazepam), ক্লোরাজিপেট (Clorazepate), ক্লোটিয়াজিপাম (Clotiazepam), ক্লোক্সাজোলাম (Cloxazolam), ডিলোরাজিপাম (Delorazepam), ডায়াজিপাম (Diazepam), এস্টাজোলাম (Estazolam), ফ্লুডায়াজিপাম (Fludiazepam), ফ্লুরাজিপাম (Flurazepam), হালাজিপাম (Halazepam), হালোক্সাজোলাম (Haloxazolam), কেটাজোলাম (Ketazolam), লোপ্রাজোলাম (Loprazolam), লোরাজিপাম (Lorazepam), লোরমেটাজিপাম (Lormetazepam), মাজিনডল (Mazindol), মেডাজিপাম (Medazepam), মেফিনোরেক্স (Mefenorex), মেপরোবামেট (Meprobamate), মেসোকারব (Mesocarb), মিডাজোলাম (Midazolam), নিমিটাজিপাম (Nimetazepam), নাইট্রাজিপাম (Nitrazepam), নরডাজিপাম (Nordazepam), অক্সাজিপাম (Oxazepam), অক্সাজোলাম (Oxazolam), পিনাজিপাম (Pinazepam), পিপরাডল (Pipradrol), প্রাজিপাম (Prazepam), টেমাজিপাম (Temazepam), টেট্রাজিপাম (Tetrazepam), ট্রায়াজোলাম (Triazolam), ভিনাইলবিটাল (Vinylbital), জলপিডেম (Zolpidem); এবং

৪। ক্রমিক নম্বর ৩ এ উল্লিখিত মাদকদ্রব্যসমূহের উপজাত দ্রব্য অথবা যৌগ কিংবা উহাদের হইতে উদ্ভূত অথবা প্রস্তুতকৃত কোনো পদার্থ যাহাতে উক্ত পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনোদৈহিক (Psychoactive) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান কিংবা উহাদের কোনো অ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, অ্যানালগ, কিংবা অ্যাগনিস্টসমূহ।

ব্যাখ্যা:—এই তপশিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) '**সাইকোট্রোপিক** সাবসটেনসেস (Psycotrophic Substances)' অথবা সাইকোঅ্যাকটিভ সাবসটেনসেস (Psycoactive Substances) অর্থ 'ক' শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৪, ৫ ও ৬, 'খ' শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৪ ও ৫ এবং 'গ' শ্রেণির মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত কোনো বস্তু;

(খ) 'লবণ (Salt)' অর্থ তপশিলে উল্লিখিত কোনো বস্তুকে যে-কোনো ধরনের অ্যাসিডের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো আয়নিক (Ionic) বস্তু, যাহার রাসায়নিক গঠন মূল বস্তু হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক হইলেও উহার আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া একই রকম; এবং

(গ) 'শিশা (Shisha)' অর্থ বিভিন্ন ধরনের ভেষজের নির্যাস সহযোগে ০.২%-এর উর্ধ্বে নিকোটিন এবং এসেন্স ক্যারামেল মিশ্রিত ফ্রুট স্লাইস সহযোগে তৈরি যে-কোনো পদার্থ।

দ্বিতীয় তপশিল
(ধারা ৫৮ দ্রষ্টব্য)
(মাদকশুল্ক)

মাদক শুল্ক আরোপযোগ্য দ্রব্যাদির বিবরণ :	মাদক শুল্কের হার
(১) দেশী মদ-	
(ক) চাবাগান ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকার জন্য	প্রতি লিটার, প্রুফ টাকা ৮৮.০০
(খ) চাবাগান এলাকার জন্য	প্রতি লিটার, প্রুফ টাকা ৫৫.০০
(২) মিথাইল অ্যালকোহল	প্রতি লিটার, প্রুফ টাকা ১৫০.০০
(৩) অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল	প্রতি লিটার, প্রুফ টাকা ১৫০.০০
(৪) রেকটিফাইড স্পিরিট-	
(ক) Bangladesh Homeopathic Practioners Ordinance, 1983 (XLI of 1993) এর অধীন রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসকের লাইসেন্সের অধীন বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৪০ (চল্লিশ) লিটার, প্রুফ।	প্রতি লিটার, প্রুফ টাকা ৫০.০০
(খ) অন্যান্য	প্রতি লিটার, প্রুফ টাকা ১৩০.০০
(৫) এক্সট্রা নিউট্রাল অ্যালকোহল(ইএনএ) /ইথানল (বিপি, ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহার)	প্রতি লিটার টাকা ১৫.০০ (আয়তন ভিত্তিক)
(৬) বাংলাদেশে প্রস্তুত বিলাতি মদ	প্রতি লিটার, প্রুফ টাকা ৫০০.০০
(৭) ডিনেচারড-স্পিরিট	প্রতি লিটার টাকা ৫০.০০ (আয়তন ভিত্তিক)
(৮) টলুইন (Toluene)	প্রতি মেট্রিক টন, টাকা ১০০.০০

ব্যাখ্যা: এই তপশিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, **'প্রুফ'** অর্থ অ্যালকোহলের লন্ডন প্রুফ মান বা ৯০.৫৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শতকরা ৪৯.২৮ ভাগ আয়তন অনুপাত খাঁটি স্পিরিটের উপস্থিতি সম্পন্ন জলীয় দ্রবণের স্পিরিট মান।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

১৯৯০ সনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০০০, ২০০২ এবং ২০০৪ সনে আইনটি সংশোধন করা হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'Single Convention on Narcotic Drugs 1961, UN Convention on Psychotropic Substances 1971 এবং UN Convention Against Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988'-এর স্বাক্ষরকারী দেশ। উক্ত কনভেনশনসমূহের মূলনীতি বাস্তবায়ন এবং তালিকাভুক্ত মাদকদ্রব্যসমূহের নিয়ন্ত্রণে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিদ্যমান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর তপশিসলে উক্ত ৩টি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের আওতাভুক্ত সকল মাদকদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বিধায় তা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

০২। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্যের উপজাত বা যৌগ এবং সেগুলোর মিশ্রণে তৈরিকৃত দ্রব্য, সল্ট, আইসোমার, এনালগ ও 'অ্যাগনিস্ট' মাদকদ্রব্য হিসাবে ব্যাপকভাবে অপব্যবহৃত হইতেছে। এই সব মাদকদ্রব্যের কোন কোনটি জীবন বিধ্বংসী ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। ইয়াবা (এ্যামফিটামিন) জাতীয় ট্যাবলেট ও কতিপয় Narcotic Analgesic এর অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিককালে ইয়াবার ভয়াবহ আগ্রাসন আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্মক্ষম যুব সমাজের বড় একটি অংশ ইয়াবা নামক মরণ নেশায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইয়াবা ব্যবসার জন্য শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। 'শিশা বার' এর অনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম নৈতিক অবক্ষয়সহ সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলিয়াছে। কিন্তু বিদ্যমান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে এই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এইগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংক্রান্ত মামলার বিচারকার্যে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। ইহা ছাড়া, মাদক সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে মোবাইল কোর্ট এর এখতিয়ার আরো সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। মাদক ব্যবসায়ীর পাশাপাশি মাদক ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষক/অর্থলগ্নীকারীদেরও আইনের আওতায় আনা সময়ের দাবী। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। গত ০৮-০৯-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮'-এর খসড়া নীতিগতভাবে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকে নির্দেশনা অনুযায়ী লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, বিলটির সাথে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকায় বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হইয়াছে।

০৩। 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮' এ ০৭টি অধ্যায়, ৩৬টি সংজ্ঞা, ৭০টি ধারা এবং ০২টি তপশিল রহিয়াছে।

০৪। এমতাবস্থায়, 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হইল।

আসাদুজ্জামান খাঁন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd